তারিখ 12 DEC 1996
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৭

দৈনিক
ইনকিলাব

একটি উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রশ্নপত্রে সীমাহীন ধৃষ্টতা

বাংলাদেশের স্রষ্টা কে? আল্লাহ রাসূল ফেরেশতা বঙ্গবন্ধু

মোঃ সামসুল আলম খান ॥ ময়মনসিংহে মুকুল নিকেতন উচ্চ বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় সাময়িক পরীক্ষা '৯৬-এর নবম শ্রেণীর ইসলাম ধর্ম (নৈর্ব্যক্তিক) বিষয়ের প্রশ্নপত্রে মুসলমানদের ধর্মীয় অনুভূতিতে প্রচণ্ড আঘাত করে এমন প্রশ্ন করা হয়েছে যা ময়মনসিংহের হাজার হাজার ধর্মপ্রাণ মুসলমানের মনে দারুণ ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। এর জের হিসাবে যে কোন মুহূর্তে ময়মনসিংহে প্রথম গণবিস্ফোরণ ঘটার আশঙ্কায় স্থানীয় প্রশাসন গত বুধবার থেকে বিশেষ পুলিশী পাহারার ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে।

প্রশ্নটি হচ্ছেঃ বাংলাদেশের স্রষ্টা কে? (ক) আল্লাহ (খ) রাসূল (গ) ফেরেশতা (ঘ) বঙ্গবন্ধু।

অপর একটি প্রশ্ন ছিলঃ বিশ্ব জগতের মালিক কে? (ক) আল্লাহ (খ) বাতাস (গ) মাটি (ঘ) ফেরেশতা। এই প্রশ্ন দু'টির জবাব চাওয়ার মধ্য দিয়ে একটি চিহ্নিত মহল ইসলাম ধর্মকে প্রচণ্ড আঘাত করে ধর্ম নিরপেক্ষতা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব নস্যাতের যে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত তা এখন দিবালোকের মত স্পষ্ট। এই চিহ্নিত মহলটি যে তথাকথিত বঙ্গভূমি বা রামরাজত্ব প্রতিষ্ঠার গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত তারও আভাস পাওয়া গেছে। এহেন ধৃষ্টতার বিরুদ্ধে

১১-এর পৃঃ ২-এর কঃ দেখুন

বাংলাদেশের স্রষ্টা কে? আল্লাহ রাসূল ফেরেশতা বঙ্গবন্ধু

প্রথম পৃষ্ঠার পর

ময়মনসিংহে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও সংগঠন সোচ্চার প্রতিবাদ, নিন্দা এবং ষড়যন্ত্রকারীদের কঠোর শাস্তি দাবী করেছে।

সূত্র মতে প্রকাশ, সম্প্রতি ময়মনসিংহে কমিউনিষ্ট ও ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদের ঘাঁটি হিসেবে খ্যাত। ময়মনসিংহ মুকুল নিকেতন উচ্চ বিদ্যালয়ে নবম শ্রেণীর ইসলাম ধর্ম (নৈর্ব্যক্তিক) পরীক্ষার একটি প্রশ্নে বাংলাদেশের স্রষ্টা কে? আল্লাহ, রাসূল, ফিরেশতা, বঙ্গবন্ধু না, কে তার সঠিক জবাব চাওয়ার মধ্যদিয়ে তাদের দীর্ঘদিনের স্বরূপ উন্মোচিত হয়ে পড়েছে। এ ঘটনাটি ময়মনসিংহে হাজার হাজার ধর্মপ্রাণ মুসলমানের মাঝে প্রচন্ড ক্ষোভের সংঞ্চার হয়েছে। যে কোন মুহূর্তে বিস্ফোরণ ঘটতে পারে আশঙ্কায় স্থানীয় প্রশাসন গত বুধবার থেকে বিশেষ পুলিশী পাহারার ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। একটি মহল বলেছে, বঙ্গবন্ধু নাম ব্যবহার করে আল্লাহর একাত্ববাদের বিতর্ক সৃষ্টি করে বা খোদাদ্রোহী না করে বিশেষ মহলটি রাজনৈতিক ফায়দা হাসিল করার ষড়যন্ত্র করেছিল। কিন্তু অবস্থার বেগতিক দেখে জনরোষের কবল থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য মহলটি বিভিন্ন মহলে ধড়পাকড় শুরু করেছে। গত বুধবার অসংখ্য ধর্মপ্রাণ মুসলমান মুকুল নিকেতন উচ্চ বিদ্যালয়ের ধর্ম প্রশ্নপত্রে ৮৫ ভাগ মুসলিম অধ্যুষিত দেশে ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করে প্রশ্ন তৈরী করে পরীক্ষা নেয়ায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে দৈনিক ইনকিলাবের ময়মনসিংহ জেলা সংবাদদাতার অফিস ও ঢাকাস্থ প্রধান কার্যালয়ে টেলিফোন করে জানান। তাৎক্ষণিকভাবে ময়মনসিংহের জেলা প্রশাসকের কাছে দৈনিক ইনলিাবের এই প্রতিনিধি জানতে চাইলে তিনি বলেন, মুকুল নিকেতনের এ ঘটনা সম্পর্কে তিনি কিছু জানেননি। এদিকে জেলা পুলিশ প্রশাসন এ ব্যাপারে ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের মাঝে টান টান উত্তেজনার খবর জানতে পেরে স্কুলটিতে পুলিশী ব্যবস্থা নিয়েছেন। এছাড়া ময়মনসিংহের বিভিন্ন সংগঠন ও বিভিন্ন মহল এ ঘটনার তীব্র নিন্দা, উৎকণ্ঠা প্রকাশ করে ঘটনার জন্য দায়ী ব্যক্তিদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি ও ফাঁসীর দাবী করে বিবৃতি দিয়েছেন। ময়মনসিংহ বিভাগ বাস্তবায়ন সংগ্রাম পরিষদের সভাপতি ও ন্যাশনাল হার্ড ফাউন্ডেশনের সভাপতি সালেহ জামান খান রুনু এক বিবৃতিতে বলেন, স্রষ্টা মানে সৃষ্টিকর্তা ও মানুষের সংগে আল্লাহর তুলনা করায় বিভেদ সৃষ্টি করেছে। এহেন মনোবৃত্তি এবং জ্ঞানের অভাব যাদের মধ্যে আছে তাদের অপসারণ ছাড়া বিকল্প নেই। ময়মনসিংহ জেলা বিএনপি'র নেতা ও শহর বিএনপি'র সভাপতি অধ্যাপক শফিকুল ইসলাম ও সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক শেখ আমজাত আলী এক যুক্ত বিবৃতিতে বলেন, ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত হানে এ ধরনের প্রশ্নপত্র মুকুল নিকেতন উচ্চ বিদ্যালয়ে করায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে ঘটনার নিন্দা করেন। ময়মনসিংহ সাংস্কৃতিক কল্যাণ সংস্থার সভাপতি মোঃ মোশারফ হোসেন প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেন, ধর্মীয় অনুভূতিতে যারা বিভেদ সৃষ্টি করে তারা নিন্দনীয়। তিনি দায়ীদের অপসারণ দাবী করেন। ময়মনসিংহ জেলা জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের সহ-সভাপতি হেলাল আহম্মেদ ও সাবেক যুগ্ম আহবায়ক মোঃ সালাহ উদ্দিন তিতু এক যুক্ত বিবৃতিতে বলেন, ময়মনসিংহ মুকুল নিকেতন স্কুলের নবম শ্রেণী ইসলাম ধর্ম শিক্ষার প্রশ্নপত্রে স্রষ্টাকে নিয়ে যে বিতর্কের অবতারণা করা হয়েছে তা খোদাদ্রোহিতার শামিল। এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি নাস্তিকতার আঁখড়ায় পরিণত হয়েছে। তারা বলেন, এ নাস্তিকতাবাদীরা এ দেশে রাম-রাজত্ব কায়েম করে দেশের স্বাধীনতা নস্যাতের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। এছাড়া ময়মনসিংহ জেলা মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক আবুল কালাম আজাদ, বৃহত্তর ময়মনসিংহের হোমিও পেশাজীবী সমিতির সাধারণ সম্পাদক ডাঃ আবদুর রহমান, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী আলহাজ্জ মসিবুল ইসলাম, ইমাম ও ওলামা পরিষদ, মোয়াজ্জেম কল্যাণ সংস্থা, ইত্তেফাকুল ওলামা প্রভৃতি সংগঠন এ ঘটনার তীব্র নিন্দা ও দোষী ব্যক্তিদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তিসহ ফাঁসি দাবী করেন।